(Hard Copy)
E-ISSN : 2456-1045

ARJMD

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

RESEARCH JOURNAL VOLUME - 74 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

JUNE 2022

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION
Specialized in academic publishings only
www.journalresearchijf.com

দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন: একটি ভৌগলিক অনুসন্ধান

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

ISSN : 2456-1045 (Online)
ICV Impact Value: 74.80
GIF- Impact Factor: 5.194
IPI Impact Factor: 3.56
Publishing Copyright @ International Journal Foundation
Article Code: HIS-V74-I1-C3-JUN-2022
Category : HISTORY
Volume : 74.0 (JUNE-2022 EDITION)
Issue: 1(One)
Chapter : 3 (Three)
Page : 13-17
Journal URL: www.journalresearchijf.com
Paper Received: 26th JUNE 2022
Paper Accepted: 22nd JULY 2022
Date of Publication: 31st JULY 2022
DOI: 10.5281/zenodo.6949225

NAME OF THE AUTHOR

Prasenjit Pal

Assistant Professor
Kabi Sukanta Mahavidyalaya,
Department of Geography, Hooghly
West Bengal, India

ABSTRACT

আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকসমূহকে একত্রিত করে, যা অনেকক্ষেত্রে কোনো অঞ্চলের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের স্বাধীনতার সময় (১৯৪৭) থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবসানের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৭১ সালে, আন্তঃসীমান্ত বাংলাদেশী অভিবাসীদের প্রবাহ ছিল খুব বেশি এবং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও এই অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশের সাথে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত রেখার প্রায় অর্ধেক পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক সীমার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষ ভাষাগত এবং জাতিগতভাবে একই রকম। তাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ক্রস বর্ডার মাইগ্রেশন দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বৃদ্ধি মূলত এই অভিবাসনের দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যার বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শুধুমাত্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা বিন্যাস নয়,পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকারনেও এই আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই গবেষণাপত্রে ১৯৪৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশি অভিবাসনের প্রকৃতি এবং এর ফলাফল ভৌগলিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাংকেতিক লিপি : আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন, দেশভাগ,অনুপ্রবেশ, সীমান্ত

CITATION OF THE ARTICLE

Pal P. (2022) দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন: একটি ভৌগলিক অনুসন্ধান; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries;* 74(3) pp.13-17

** Corresponding Author*

I. ভূমিকা (INTRODUCTION)

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহমান বিষয়। ক্ষুধা,দারিদ্র্যতা, নিরাপত্তা কোন সীমান্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অভিবাসন অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা আধার রূপে কাজ করে অভিবাসন । ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই বিরামহীনভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে বাংলাদেশ থেকে ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে। একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে দেশভাগের ফলে অকথ্য দুর্দশা নিয়ে এবং বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিতে অনেকে তাদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল (কর, ২০০৩)। তবে ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও সংস্কৃতিক কারণে সীমান্তে উন্মুক্ত চলাচল স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশের অনুন্নয়ন অনেকাংশে গরিব বাংলাদেশীদের পশ্চিমবঙ্গে আসতে বাধ্য করে। তাই শুধু দেশভাগ নয় সীমান্ত লঙ্ঘন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা (মুখার্জী, ২০০৩) । দেশভাগের সময় থেকে উপযুক্ত নথি ছাড়াই বহু মানুষ এদেশে এসেছেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৭ লক্ষ হিন্দু এদেশে এসেছে, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সীমা প্রায় ৪০৯৫ কিমি, এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই দৈর্ঘ্য ১৮৭৯ কিমি। বাংলাদেশীদের প্রধান গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গে ১০ টি জেলা দ্বারা পরিমন্ডিত (উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিন দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি) । ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সকলকে ভারত সরকার বৈধতা দিলেও তার পর বৈধ নথি ছাড়াও চলেছে এই অভিবাসন ।

II. দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসন: ঐতিহাসিক কার্যকারণ

ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, জাতিগত একতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক মিল, ভালো আয়ের সুযোগ সবসময়ই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অভিবাসীদের আকৃষ্ট করে এসছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে মূলত পশ্চিমবঙ্গে আন্তঃসীমান্ত অভিবাসন একটি বিতর্কিত বিষয়; এটি কেবল জাতীয়তাবাদী বিরোধই নয়, দেশের মধ্যে, ডান ও বাম, হিন্দু-মুসলিম ধারণা এবং মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে বিরোধও সৃষ্টি করে (দত্ত, ২০০৪) ।

১৯৭১ সালের আগে ১৯৪৮-৫২ সালে অভিবাসন প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় (মজুমদার,২০০৩) যা মূলত ছিলো ২ টি কারণে। প্রথমত দেশভাগ ও দ্বিতীয়ত হিন্দু নেতিবাচকতা। তবে যদি সর্বাধিক অভিবাসনের সময়কাল ধরা হয় তা ছিলো ১৯৭১ এ। এর পিছনে প্রধান কারণ ছিলো (দত্ত, ২০০৩)বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধের জন্য হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভাব, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকট, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উৎকণ্ঠা , উপযুক্ত নথি ছাড়া আগত অভিবাসীদের পশ্চিমবঙ্গে বন্ধু ও আত্মীয়-পরিজনদের দ্বারা আশ্রয়দান ইত্যাদি। তবে নদী ছাড়া বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিব্রাজন ছিল একটি চলমান প্রক্রিয়া। ১৯৯০ এর দশকে অর্থনৈতিক কারণে অনেকে এখানে এসেছেন, এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই ছিলো, তবে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল বেশি। বাংলাদেশের খালেদা জিয়ার (১৯৯১-১৯৯৬) শাসনকালে মূলত নিরাপত্তাজনিত কারণে হিন্দুরা এ দেশে এসেছে। অভিবাসীদের অনেকেই স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস স্থাপন করেছে আবার কেউ সাময়িকভাবে দেশান্তরিত হয়েছিল। ২০০২ এর পরও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন দেশান্তরের এই প্রক্রিয়া চলছে। সময় প্রায় কুড়ি হাজার বাংলাদেশি পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে। (চট্টরাজ, ২০১৮)। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অভিবাসনের পেছনে অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করা হয়। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, নদ-নদীর আধিক্য, স্বল্প সীমান্তরক্ষী বাহিনী বেআইনি অনুপ্রবেশ কে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া রাজনৈতিকভাবে ভোট ব্যাংক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার করা হয়েছে (টমাস এফ হোমার দিস্কন, ১৯৯৪) । হবে সর্বোপরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত বাংলাদেশিরা ভারতের ভূমিকা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছে।

III. বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে অভিবাসন:

দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালের পরে প্রচুর পরিমানে বাংলাদেশী অভিবাসন পরিলক্ষিত হয়েছে যদিও ১৯৭১ সালের ২৫সে মার্চের আগে পর্যন্ত সেগুলিকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয় ভারত সরকারের পক্ষে। বাংলাদেশের সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলা রয়েছে। পরিসংখ্যান

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উভয় আদমশুমারি বছরে, সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি নদীয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা এলাকায় এসছে। অন্যদিকে সবচেয়ে কম পরিব্রাজন দেখা যাচ্ছে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, হুগলি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, অভিবাসীদের সংখ্যা কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে বেড়েছে। তবে কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কলকাতা এবং মেদিনীপুরে বাংলাদেশী অভিবাসীদের সংখ্যা কমেছে।

টেবিল ১: বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসীদের আগমন এর পরিসংখ্যান (২০০১ -২০১১)

স্থানের নাম	পূর্ণ সময়কাল ২০০১	শেষ ১০ বছর	পূর্ণ সময়কাল ২০১১	শেষ ১০ বছর
বাঁকুড়া	৬৪৪২	৬৩৯	৫৪৩৯	৫৩০
বর্ধমান	১৩০৪৮১	১৩৯৮৮	৯৭২৭০	৬৭৩২
বীরভুম	৮২৭৯	৬০১	৫৮১৭	২৬৬
দক্ষিন দিনাজপুর	১৪৪২২৫	২১৭৫৬	৯৭০৯৯	৬৯২০
দার্জিলিং	৫০২১৩	৬০১	৪৭৩৩১	৬৪৯৪
হাওড়া	৩০২৬৫	১৬৬৩	২২৬৪৯	২০৩৭
হুগলী	১১২২২৫	১১০৯৮	১০৬১২৩	১২১১০
জলপাইগুড়ি	১৭২৬৫১	১৪৯২৩	১৪৮০৮৪	৮৯৪৮
কুচবিহার	১৬৭০১১	৯১৩৩	১০৮৪৬৮	৩৩১৭
কলকাতা	১৭১৪০২	৭১০৮	১০১১৫২	৭০৮৩
মালদা	৭৭৬১২	৭৭৭৬	৫৩৮৬৫	৩০৪৯
মেদিনীপুর	১৫০২১	৮১৫	৯৭১৫	৬৫১
মুর্শিদাবাদ	৪৭৪৫০	৪১০৪	৩১৮১২	১৬৪২
নদিয়া	৫০৩১৮৬	৫০৩৫৫	৩৪৯৭৬২	১৭৭৫৯
উত্তর ২৪ পরগনা	৭১০৫৭৮	৭১৫৬০	৫৬৮৩৬৬	৫৬৪০৪
পুরুলিয়া	১০৭৭	১০১	৫৮৯	৮৫
দক্ষিন ২৪ পরগনা	৮৪৫৩৫	১২৬৩০	৬৫৭৫২	৯০৬৫
উত্তর দিনাজপুর	৯৬৩২১	১২১৩৯	৭৭২৬২	৮১৭৫

তথ্যসূত্র: ভারতের আদমশুমারি ২০০১ ও ২০১১

আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসনের শহর এবং গ্রামের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, গ্রামাঞ্চলে এই অভিবাসনের প্রবণতা অনেক বেশি। যদিও উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অভিবাসনের প্রবণতা গ্রামাঞ্চলে বেশি, ঠিক বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাই দক্ষিণবঙ্গে (হুগলি হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা) যেখানে অভিবাসীরা শহরাঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করেছে। (দাভদা ১৯৯৪: ২০-২৫)

মূলত অর্থনৈতিক কার্যকারণ অভিবাসীদের এই প্রবণতা পার্থক্য তৈরী করে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শিল্প ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা কম, এবং মূলত কৃষিকার্য দ্বারা নির্ধারিত। তাই সেখানে অভিবাসীরা মূলত গ্রামে থাকতে পছন্দ করে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে অনেক বেশি শিল্প কেন্দ্রিকতা ও পরিষেবা ক্ষেত্রের আকর্ষনে অভিবাসীরা শহরাঞ্চলে থাকার দিকে মনোনিবেশ করেন। উত্তর ২৪ পরগনার শহরাঞ্চলে অভিবাসীদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। (দাস ২০১৭: ১৪-১৮)

আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন বিবেচনার জন্য ভারতের আদমশুমারি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আধার। আমরা যদি বিগত ৫০ বছরের অভিবাসনের স্বরূপ পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব ১৯৭১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অভিবাসীদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। আমরা জানি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। এবং সবচেয়ে বেশি অভিবাসন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গেই হয়েছে। গত দু'দশক তার প্রমান বহন করছে। পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত পরিস্থিতি এই অভিবাসনের জন্য সর্বাধিক ভূমিকা নিয়েছে। (প্রামানিক ২০০৫ : ১০-১২)

IV. পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অভিবাসনের প্রভাব :

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের প্রভাব প্রশ্নাতীত। উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা সম্ভব পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ার ছিল তা পরিব্রাজন দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে । ১৯৮১ সাল থেকে পরিসংখ্যানে স্পষ্ট জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। যা মূলত পরিব্রাজন এর ধারা অভিবাসীদের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের ধারাকেই সুনিশ্চিত করে।

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

টেবিল ২ : পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি

সময়কাল	জনসংখ্যা ('০০০০০০)	দশক অনুসারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ('০০০০০০)	দশক অনুসারে পরিবর্তন	প্রতি হাজারে স্বাভাবিক বৃদ্ধি (জন্ম - মৃত্যু)
১৯৪১	২৩২	৪৩	২২.৯	সুত্র : স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে রিপোর্ট (চট্টরাজ,২০১৮)
১৯৫১	২৬৩	৩১	১৩.২	
১৯৬১	৩৪৯	৮৬	৩২.৮	
১৯৭১	৪৪৩	৯৪	২৬.৯	
১৯৮১	৫৪৬	১০৩	২৩.২	২২.২
১৯৯১	৬৮০	১৩৪	২৪.৬	১৯.২ (১৯৯০)
২০০১	৮০১	১২১	১৭.৬	১৩.৭
২০১১	৯১৩	১১২	১২.২৭	১০.৮

তথ্যসূত্র: ভারতের আদমশুমারি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমান প্রায় সাড়ে ৪৪ লক্ষ অভিবাসী ১৯৪৬-১৯৭০ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে৷ ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে এই সংখাটা কুড়ি লক্ষ্যের বেশি৷ এ সময় প্রচুর হিন্দু জনসংখ্যা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। নিজের পরিসংখ্যান থেকেই তা সুস্পষ্ট৷

টেবিল ৩: বাংলাদেশি হিন্দু জনসংখ্যার পরিবর্তন (১৯৪১ - ২০১১)

সময়কাল	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু জনসংখ্যার পরিবর্তন (শতাংশ)	৫	২২	১৮.৫	১৩.৫	১২.১৩	১০.৫২	৯.২	৮.৯৬

তথ্যসূত্র: ইউ এস সেনসাস বুরো, আন্তর্জাতিক তথ্য ভান্ডার (চট্টরাজ, ২০১৮)

সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যার পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচুর পরিমাণে বেআইনি অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক সুসম্যতা ও অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। (নাথ,২০০৩)তবে অভিবাসীদের দ্বারা কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও ঘটেছে। পরিশ্রমী ও অভিবাসীদের সস্তা শ্রম দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলের কৃষি গড়ে উঠেছে। স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে কঠোর প্রতিযোগিতার কারণে, তারা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে (প্রামানিক, ২০০৩) ।আবার বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা এই রাজ্যের উন্নয়নে একটি মানব সম্পদের ভূমিকা পালন করছে। কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প, প্রাথমিক শিক্ষা, মহিলা শিক্ষা, নগর উন্নয়ন, রাস্তা ইত্যাদি এমন কিছু ক্ষেত্র যেখানে উদ্বাস্তুরা একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন তৈরি করেছে (কর, ২০০৩) ।

V. উপসংহার:

উন্নত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অভিবাসন জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ, কিন্তু বৈধ সময়সীমার পরও বাংলাদেশিদের ভারতে আসার বিষয়টি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হল পশ্চিমবঙ্গ, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০২৯ জন। অবৈধ অভিবাসন পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যে ভূমির উপর বিরাট বোঝার সৃষ্টি করে। কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে নতুন অভিবাসীদের শহরে আগমন বস্তি এবং শহুরে যানজট সমস্যা দ্রুত বাড়াচ্ছে। তবে বাংলাদেশী স্থায়ী অভিবাসীদের তুলনায় অবৈধ অস্থায়ী অভিবাসীরা দেশের জন্য বেশি বিপদজনক। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলায়, অস্থায়ী অভিবাসীরা প্রায়ই বিভিন্ন অপরাধ যেমন চোরাচালান, ডাকাতি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ, পতিতাবৃত্তি এবং নারী ও শিশুদের পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সীমান্ত অঞ্চলে অস্থিরতার পুনরাবৃত্তি নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার সংখা প্রসারিত করার জন্য রাজনৈতিক এখানকার দলগুলি কঠোর আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগ করতে পারেনি। তাই রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের মানসিকতার পরিবর্তন না করে, তাহলে প্রশাসন সমস্যা সমাধান করতে পারবে না কখনোই। যদিও গত দুটি আদমশুমারির ফলাফল অবিভাসী পরিস্থিতির একটি ভাল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু উক্ত পরিসংখ্যান হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আরও ভালো সুযোগের জন্য, বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিক অভিবাসীরা বর্তমানে ভারতের অন্যান্য বড় শহর যেমন মুম্বাই, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থনে ছড়িয়ে পড়ছে। অবিভাসী সমস্যা দূরীকরণের জন্য উভয় দেশের সরকারের উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত কার্যকরী কর্মসূচি শুরু করা, তবেই সীমান্ত অঞ্চলে এই নিত্য টানাপড়েনের অবসান হবে।

VI. তথ্যসূত্র

[1] দাস,বি এবং আনসারী, আর (২০১৭). Bangladeshi and Inter-state Migrants: Differential Adaptation and Acceptance by the Locals in West Bengal, India. Spatial Demography, Springer International Publishing AG. Volume: 3, No 2. https://doi.org/10.1007/s40980-017-0040-1

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

[2] দাভদা, ই (১৯৯৪). 'India-Bangladesh Border Fence and Cross border Migration.' Aldea Mundo Universidad de los Andes, Venezuela, vol. 19, num. 38, July-December, pp. 19-34

[3] প্রামানিক , বি (২০০৫). Illegal Migration from Bangladesh- A Case Study of West Bengal. Dialogue, A quarterly journal of AsthaBharati. January-March, Volume 6 No. 3. PP 1-5.

[4] ডাকুয়া টি, দেবনাথ টি, দাস কে (২০২১) 'In-Migration in India from Bangladesh: A Spatio-Temporal Analysis', Geography in the 21st Century: Emerging Issues and the Way Forward

[5] চট্টরাজ কে কে (২০১৮) 'Impact of Migration and Infiltration from Bangladesh to West Bengal:A Historical and Demographic Perspective', Res. J. Humanities and Social Sciences. 2018; 9(4): 870-874.DOI:10.5958/2321-5828.2018.00145.6

[6] দত্ত , প্রনতি. (২০০৪). Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception Study. The Qualitative Report, 9(2), 335-358. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol9/iss2/9

[7] কর, এস. (২০০৩, জানুয়ারী). Development through grassroots: The experience in West Bengal with the Displaced Person's. Paper presented in the workshop at the Indian Statistical Institute on the Undocumented Migration From Bangladesh to West Bengal organised by Population Studies Unit. Kolkata, India,

[8] প্রামানিক, বি. (২০০৩, জানুয়ারী). Impact of undocumented migration on demography, informal sector, and security of the country. Paper presented in the Workshop on Undocumented Migration From Bangladesh to West Bengal organised by Population Studies unit held in Indian Statistical Institute, Kolkata.

[9] দত্ত , প্রনতি Immigration from Bangladesh to West Bengal, Population Studies Unit

[10] ভরদ্বাজ পি, খাবাজা পি, মিয়ান এ (২০০৮) The Partition of India: Demographic Consequences. Working Paper

*****

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES